

বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস

আধুনিক কবি হিসেবে জীবনানন্দ দাশের অবদান

উপস্থাপক: অসীম মুখার্জি

শালতোড়া নেতাজি সেন্টিনারি কলেজ

জীবনানন্দ রবীন্দ্রোত্তর
কাব্যধারার পথ -
প্রদর্শক। তাঁর জন্ম ১৮৯৯
এবং মৃত্যু ১৯৫৪।

তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি হল-
ঝরাপালক(১৯২৭), ধূসর
পাণ্ডুলিপি(১৯৩৬), বনল
তা
সেন(১৯৪২), মহাপৃথিবী(১
৯৪৪), সাতটি তারার
তিমির(১৯৪৮), রূপসী
বাংলা(১৯৫৭)

তিনি কাব্যজগতে স্থির
আদর্শ ও প্রত্যয় নিয়ে
যতটা না নিজে প্রতিষ্ঠা
লাভ করেছেন, তার থেকে
অনেকবেশি
পরবর্তীকালের কাব্য-
প্রবাহকে প্রভাবিত
করেছেন। এই প্রভাব
এসেছে দুটি দিক থেকে-
এক, ইতিহাস চেতনাকে
আশ্রয় করে, দুই শিল্পের
আঙ্গিক বা প্রকরণ কে
নিয়ে।

তিনি কেবলমাত্র মানুষের
নিঃসহায় অবস্থাকে
ব্যঞ্জিত করেই দায়মুক্ত
হননি, নিজের কবিপ্রাণকে
বাঁচিয়ে রাখার গরজেই,
নিজেকে এবং অপরকে
আশার কথা শোনার
দায়িত্ব নিয়েছেন।

তিনি রবীন্দ্রগোত্রের বাইরে
থেকে এই অসাধারণ ভঙ্গী,
জীবনবোধ সম্পর্কে নতুন
চেতনার দ্বার উন্মোচন করে,
রোমান্টিকতার সঙ্গে
রিয়ালিটির বোধ এর এক
সম্পর্কেসেতু স্থাপন করে যে
নতুন কথা, নতুন ভাবে
শোনাতে চেয়েছিলেন-তাতে
তিনি সফল হয়েছেন।

Thank You